গাছের বৃদ্ধি যেমন দ্রুত হয় তেমন গাছ প্রতি ফলনও বাড়ে প্রায় ৩০-৫০ শতাংশ।

গ) দুটি কাজু গাছের সারির মাঝে গর্ত করে জলসংরক্ষনঃ-

প্রতি চারটি গাছের মাঝে ও একসারি ছেড়ে জমির ঢাল বরাবর ৫ মি. লম্বা, ১মি. চওড়া ও ০.৫ মি. গভীরতা বিশিষ্ট গর্ত করেও জল সংরক্ষন করারে ব্যবস্থা করা যায়। এই গর্তে সবুজ ঘাস, গাছের পাতা অথবা ফসলের উদবৃত্ত অংশ দিয়ে ২/৩ অংশ ভরে দিয়ে যদি ২০ শতাংশ (২০ গ্রাম প্রতি ১ লিটার জলে) গোবর জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জৈব সারের সাথে সাথে জমির জল ধারণ ক্ষমতাও বাড়ানো যায়। এই প্রক্রিয়া বর্ষায় গাছ লাগানোর আগে থাকতেই শুরু করা উচিৎ। গাছ লাগানোর গর্তের সাথে সাথে এই জল সংরক্ষণের জন্যে গর্তটিও করে নেওয়া উচিৎ।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে (ক) পদ্ধতির সঙ্গে অপর দুটি পদ্ধতির যে কোনো একটি একসাথে একই বাগানে প্রয়োগ করলে, কাজু গাছের জলের চাহিদা প্রায় পুরোটাই মেটানো সম্ভব। এছাড়াও জলের উৎস যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে ড্রিপ সেচের মাধ্যমেও কাজু গাছে জল দেওয়া যেতে পারে। যদি ড্রিপ পাইপের সাহায্যে ফোঁটা ফোঁটা জল দেওয়া যায় তাহলে গাছ প্রতি ৮০ লিটার জল প্রতি ৮ দিনে একবার দেওয়া উচিৎ। ড্রিপের মুখ গুলি গাছপ্রতি ৪ টি করে গাছের চারপাশে গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূরে বসাতে হবে। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহথেকে, মার্চের শেষ অবধি মোট ৩০ টি সেচ দেওয়া যেতে পারে তবে সেচ দেওয়া শুরু করতে হবে শুধুমাত্র ফুল আসার পর থেকে ও ফলের আকার মার্বেলের মতো হওয়া অবধি।

কাজু চাষে জল সংরক্ষনের উপযোগিতা

তথ্য

ড. মিনি পদুওয়াল

অ্যাসেসিয়েট প্রফেসর

প্রকাশক ঃ

সর্বভারতীয় সমন্বিত কাজু গবেষনা প্রকল্প

ডাইরক্টরেট অফ রিসার্চ

আঞ্চলিক গবষনা কেন্দ্র

(লাল ও কাঁকুর মাটি অঞ্চল)

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

৭২১৫০৭, পশ্চিমবঙ্গ

আর্থিক সহায়তায়

ডাইরেক্টরেট অফ কাজু রিসার্চ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

পুত্তুর ঃঃ কর্নাটক ঃঃ ভারতবর্ষ

কাজু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, শুধু ভারতের বাজারে নয়, সারা বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা অপরিসীম । পশ্চিমবঙ্গের লাল ও কাঁকুর মাটি অঞ্চলে কাজু চাষের বিরাট সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম বাংলার লাল কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবধি বৃষ্টি হয়, যদিও সব জায়গায় সমান নয়। এই লাল ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলেই দেখা যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝ অবধি প্রচন্ড বৃষ্টি হয়, অথচ তার আগে ও পরে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম, প্রায় হয় না বললেই চলে। এমনকি কখনো কখনো বর্ষাকালের মধ্যেই ১০-১৫ দিন ধরে খরা চলতে থাকে। আবার এখানকার মাটির জল ধারন ক্ষমতা এত কম যে বৃষ্টি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যই মাটি শুকনো দেখায়।

অতএব এইসব জায়গায় কাজু বাগান করতে হলে কিছু বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে বাইরের থেকে জল সেচের ব্যবস্থা না করেও কাজু গাছ গুলির জলের চাহিদা পূরণ করা যায়।

১। গাছ লাগানোর সময় ও পদ্ধতিঃ-

কাজু সাধারণত বৃষ্টিনির্ভর ভাবেই চাষ করা হয়। তার ফলে কাজু বাগান করতে হলে , বর্ষার শুরুতেই গাছ লাগানো উচিত।

সাধারনত বেসরকারি নার্শারী অথবা সরকারী গবেষণা কেন্দ্র থেকে পলিথিন প্যাকেটে চারা পাওয়া যায়। চারা গর্তে বসাবার পূর্বে পলিথিন প্যাকেটটি সাবধানে খুলে দিতে হয়, যাতে শিকড়ের গায়ের মাটি আলগা না হয়।

ক) গর্তের পরিমাপঃ-

কাঁকুরে মাটিতে - ৯০ সেমি. x ৯০ সেমি. x ৯০ সেমি.
বালি মাটিতে - ৬০ সেমি. x ৬০ সেমি. x ৬০ সেমি.

খ) গর্তে সার প্রয়োগঃ-

প্রতিটি গর্তে ১০ কেজি গোবরসার + ১০ কেজি পাতা পচা সার + ২৫০ গ্রাম নিম খোল + ২০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিতে হবে।

প্রতিটি গর্তে - ১ ঝুড়ি কাদা মাটি ও আগাছার সঙ্গে ২০ শতাংশ হারে গোবর জল মিশিয়ে গাছ লাগানোর ১ মাস আগে গর্তগুলি ভরে দিলে ভালো হয়। এই ভাবে ১ মাস আগে গর্তগুলি জৈব পদার্থ ও নিমখোল ও সামান্য পরিমান ফসফেট সার দিয়ে ভরে দিলে পরবর্তী কালে কাজু গাছ বসানোর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশে কাজু গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ভালো হয় ও চারা অবস্থায় গাছের খাবার ও জলের অভাব হয় না । শুধু তাই নয় গাছের শিকড় সহজে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে । গর্তের মধ্যবর্তী স্থানে কলমের চারাটি বসাতে হয়। জোড় কলমের সংযোগ স্থলটি মাটি থেকে ৫ সেমি. উপরে রাখতে হয়ে ।

২। জল সংরক্ষনের পদ্ধতিঃ-

ক) পলিথিন বিছানোঃ-

চারা গাছ রোপনের পরে গাছের গোড়ার বৃত্তাকার আধফুট জায়গা ছেড়ে বাকি অংশে পলিথিন বিছিয়ে দিয়ে পুনরায় তার উপর মাটি চাপা দিতে হবে। নজর রাখতে হবে যেন পলিথিনটিতে সরাসরি সূর্যালোক না পড়ে। এই ভাবে পলিথিন বিছানো হলে মাটির আদ্রতা বহুদিন ধরে রাখা যায় এবং তার ফলে কাজু গাছের জলের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হয়।

- পলিথিনের পরিমাপ - ৬০ সেমি. x ৬০ সেমি.
- পলিথিনের স্থুলতা - ২৫০ গেজ

সার প্রয়োগ করার সময় এই পলিথিন তুলে ফেলার প্রয়োজন হয় না । পলিথিনের পরিধির বাইরে সার প্রয়োগ করতে হয়ে।

খ) কাজু গাছের একপাশে গর্ত তৈরীঃ-

উঁচু নীচু জমিতে , কাজু গাছ লাগাতে হলে, একই উচ্চতা বিশিষ্ট অংশে গর্তগুলির সারি হওয়া বাঞ্ছনিয় । প্রতিটি গাছের যেপাশে উঁচু, সেদিকে গাছের গোড়া থেকে ১.৫ মিটার দুরে একটি অর্ধবৃত্তাকার গর্ত খুঁড়তে হয়। গর্তের পরিমাপ হয় ৩ মি. লম্বা ৫০ সেমি. চওড়া ও ৩০ সেমি - ৫০ সেমি গভীর । প্রতিটি গর্তের মাটি কাজু গাছের গোড়ার দিকে উঁচু করে দিতে হয়। এর ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার সময় যে অতিরিক্ত জল মাটির উপর দিয়ে বয়ে যায় তা ওই গর্তগুলিকে ভর্তি করে দেয়। এই ভাবে উঁচুর দিকের গর্ত গুলি ভর্তি হলে অতিরিক্ত জল বয়ে গিয়ে উঁচু থেকে নিচুর দিকে র পর পর গর্তগুলি ভর্তি করতে থাকে। গর্ত জলে ভর্তি হলে, সেই জল মাটির গভীরে প্রবেশ করার সুযোগও পায়। যেহেতু কাজুর প্রতিটি গাছ তার কাছের উঁচুর দিকের গর্তের থেকে ১.৫ মিটার দূরে থাকে, তাই ওই জল ধীরে ধীরে কাজু গাছের শিকড়ের কাছে পৌছায় ও কাজু গাছ ধীরে ধীরে ওই জলকে কাজে লাগাতে পারে অথচ জল জমে কাজু গাছের শিকড় ক্ষতি হওয়ার ও সম্ভাবনা থাকে না। এই গর্তগুলিকে বলা হয় 'Catchpit' (ক্যাচপিট)। এই ক্যাচ পিট গুলি একাধারে জল ধরা,জল সংরক্ষন ও গাছের জলের চাহিদা বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে পুরণ করতে পারে ও মাটির ক্ষয়ও রোধ করে ।

এই ক্যাচ পিট গুলিতে জঙ্গলের পাতা, আগাছা, সবজীব খোসা, ফসলের উপজাত দ্রব্যাদি দিয়ে ২০ শতাংশ হারে (অর্থাৎ ২০০ গ্রাম / ১ লিটার) গোবর গোলা জল মিশিয়ে দিলে মাটির উর্বরা শক্তির পাশাপাশি জল ধারন ক্ষমতাও বাড়ে।

প্রতিটি গাছের চারপাশে গর্তকরা ও পলিথিন বিছানোতে খরচ পড়ে ১১টাকা ২০ পয়সা।

এই ভাবে প্রথম বার থেকে জল সংরক্ষন করতে পারলে